মূলশব্দাবলীঃ
অনুকরণীয়/ আদর্শ
কাজ /চরিত্র

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

25 July 2025 / 29 Muharram 1447H

নিজেকে একজন দৃষ্টান্তমূলক মানুষে পরিণত করা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللّٰهِ، ٱتَّقُوا ٱللّٰهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা আমাদের অন্তর-প্রাণকে তাকওয়া এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি ইবাদতকে আন্তরিকতা দিয়ে আলোকিত করে রাখি। তিনি যেন আমাদের রহমত করেন যা দিয়ে আমরা তাঁর আরো নিকটস্থ হতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত সুধী,

আমাদেরকে কেউ জিগ্যেস করতে পারে, “ তোমার দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষ কে ?” এবং সাধারণতঃ আমরা খুব সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি। কিন্তু যখন অন্য কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে থাকে যে আমি কারো নিকট আদর্শ মানুষ কি-না। তখন আমাদের উত্তর কি হবে?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের দিকে তাকানো কেন জরুরী? আমরা কি এটা বুঝতে পারি যে আমাদের ওপর অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে আমাদের কাজকর্মকে অনুসরণ করার জন্য?

একজন মানুষ সাধারণত তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, সহপাঠী বা কর্মক্ষেত্রের কোন সহকর্মীকে অনুসরণ করে থাকে। সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যেও আমরা অনুকরণীয় কিছু ব্যাক্তিত্বের সম্পর্কে জানতে পারি।

এখন, তোমাকে কে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করবে এই প্রশ্নটা সবসময় নিজেকে করা জরুরী যাতে আমরা নিজেরা নিজের দিকে তাকাতে পারি এটা জানতে যে আমরা কি সত্যি অন্যের নিকট আদর্শ মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারছি কি-না। নাকি চারপাশের সবার নিকট আমরা একজন মন্দ লোক হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছি?

প্রিয় সুধী,

মুসলমান হিসাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন আমাদের নবী করিম (সঃ) । তিনি আমাদেরই মত মানুষের আকারে তৈরী হয়েছিলেন। তাঁরও জীবনে আনন্দ-বেদনা ছিল।। একেক সময় তিনি হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন আবার একটু পরেই তিনি কষ্টে পতিত হয়েছেন। তবুও, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা্র প্রেরিত দূত মুহম্মদ (সঃ) প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উন্নত চরিত্রের আলো ছড়িয়ে আমাদের নিকট আদর্শ মানুষ হিসাবে থেকে গেছেন।

আমাদের নবী করিম (সঃ) আমাদেরকে অনুসরণীয় চরিত্রের অধিকারী হতে সচেষ্ট হওয়ার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, যে কেউ অন্যকে ভালো পথে পথনির্দেশ করেন তিনি সেই পুরষ্কার পাবেন যা যিনি এই ভাল কাজটি করে থাকেন তার জন্য যে পুরস্কার পাবেন তার সমান।

তাঁর এই উপদেশ থেকে আমাদের উচিত সবাইকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাল কাজের উদ্যোগী এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার চালক হওয়া যাতে আমরা অনুসরণীয় ব্যাক্তিত্বের অধিকারী হতে পারি।

সম্মানিত সুধী,

নবী করিম (সঃ) এর দৃষ্টিতে অনুসরণীয় ব্যাক্তিত্বের অধিকারী হতে হলে যে পদক্ষেপগুলি নেয়া দরকার, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই, যেগুলি আমরা বিবেচনা করতে পারিঃ

প্রথমতঃ নিজেদেরকে দিয়ে শুরু করুন – আমরা কি অন্যের দৃষ্টিতে অনুসরণীয় হতে পারছি?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের প্রত্যেকের কি নিজের আওতায় একটি পরিসর নেই যেখানে আমরা কাউকে প্রভাবিত করতে পারি ? হোক তা মসজিদ, স্কুল, অফিস, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজন বা বাড়ীর লোকদের নিয়ে একটা পরিসর। আমাদের চরিত্র আমাদের চারপাশের মানুষের মনে একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে। পরোক্ষভাবে বলা যায় অন্যদেরকে প্রভাবিত করার একটি ইতিবাচক বা একটি নেতিবাচক ফলাফল থাকে।

একজন বিশ্বাসী হিসাবে, ধর্মের প্রয়োজনে একজন ছাত্রকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার আপন ক্ষেত্রে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সফল হবার জন্য এবং তাহলেই কেবল সে একজন অনুকরণীয় ছাত্র ও সমবয়সীদের নিকট একজন অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে উঠতে পারবে।

একজন মুমিন হলেন এমন যার চরিত্র হবে সুন্দর, যাঁর কথায় থাকবে নম্রতা এবং যার সঙ্গে যে কোন কাজ সহজে করা যা্বে। তিনি এ ব্যাপারে সচেতন যে, শুরু থেকেই মানুষ ইসলামকে জেনেছে এই ধর্মে আনুগত্য লাভ করেছেন যাঁরা তাঁদের সুন্দর আচরণ দেখে –ধর্মীয় বইয়ের পাতায় কি লেখা আছে তা দিয়ে

নয় বরং এইসব মানুষের আচরণই ইসলামের বড় একটি উদাহরণ। আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবনীতে এমনই লিপিবদ্ধ আছে। ফলে, নবী করিম (সঃ) এর জীবন সবসময়ই অনুসরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ বুঝতে চেষ্টা করেন যে ভাল হোক বা মন্দ হোক - আমাদের প্রতিটি ক্রিয়া ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুরাহ ইব্রাহিমের ২৪-২৫ নম্বর আয়াতে যা বলেছেন তা বিবেচনা করুন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

যার অর্থঃ আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত,

تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

অর্থঃ সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান কওরে। আল্লাহ তা আলা মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

যে কোন ভাল কাজ আমরা যদি করে থাকি তবে তা অন্যের জীবনকে প্রভাবিত করে।। একটি সুন্দর কথা বা পরিবারের সদসদ্যদের সঙ্গে একটি উত্তম আচরণ যে কোন সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে পারে। আবার কখনও কখনও তা একটা টানাপোড়নের সম্পর্ককে সুন্দর সম্পর্কে পরিণত করতে পারে অথচ, কেউ যখন আমাদেরকে আঘাত করে তাকে ক্ষমা করে দিলে অন্যকে ঘৃণা করার বলয়টা ভেঙ্গে পড়ে। আর এভাবে অন্যের নিকট শান্তি স্থাপনের উদাহরণ সৃষ্টি করা যায়।

সম্মানিত সুধী,

আসুন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রদত্ত জীবনে আমরা যেন আদর্শ মানুষের উদাহরণ হতে পারি এবং আমাদের চারপাশের সবাইকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে তাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। হে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক মানুষে পরিণত করার জন্য অবিচলতা, প্রজ্ঞা এবং আস্থা প্রদান করুন যার মধ্যে দিয়ে আপনার পথপ্রদর্শনের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِর ي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.